জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু

বিপন্ন অবস্থা

শিশুরা সব ধরনের পরিবর্তনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু সামগ্রিক প্রতিবেশ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সেহেতু এর কারণে শিশুরা বেশি মাত্রায় বিপন্ন হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শিশুরা সাধারণত তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা "না" শব্দের সাথে পরিচিত। তাই শিশুরা সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়) বিষয়ে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন থেকে যায়; যদিও জনসংখ্যার একটা বড় অংশ শিশু। বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ (মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ)। খরা বন্যা ও সাইক্লোনপ্রবণ এলাকা ও শহরে বস্তি এলাকায় বসবাসরত শিশুরাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকায় বেশি থাকে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সৃষ্টিতে উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের তেমন কোন দায় নেই কিন্তু তারাই অবস্থার জলবায়ুর বিরূপ শিকার হবে বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি, খাদ্যাভাব ও সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বেড়ে উঠা শিশুদের মানবিক বিকাশে ব্যাপক ঘাটতি থাকে ফলে বড় হয়ে তারা একদিকে যেমন অনিশ্চয়তার জীবন-যাপন করে অন্যদিকে দেশের জন্য তেমন কোন অবদান রাখতে পারে না।

ঝুঁকি

- শিশুরা বহুলাংশে উপরের উপর নির্ভরশীল। তাই দুর্যোগকালীন সময়ে অপরের সাহায্য ছাড়া নিরাপত্তার জন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে তারা সহজেই দুর্যোগের শিকার হয়।

- বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অতীতের সকল দুর্যোগে শিশু মৃত্যুর বা নিখোঁজ হবার হার ছিল অধিক।

- খরা তাপদাহ বন্যা ও শৈত্য প্রবাহে শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয় এবং এক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারের শিশুরাই যারা বস্তিতে বা গ্রামে বাস করে তারাই অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে মায়েদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। সে কারণে তারা শিশুদের যত্ন ও বিকাশে সময় দিতে পারে না। ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও মানবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা শিশুদের কম থাকে এবং তাদের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

- হাওর এলাকায় আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যার সময় স্কুল খোলা থাকে। ফলে শিশুদের বন্যা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে।

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত রোগের প্রকোপ অধিক হারে দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ত হয় যেমন - কলেরা, ডায়রিয়া।

- জলবায়ু সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ শিশুদের জন্য সীমিত। তাই তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ খুবই কম। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর পরিকল্পনায় শিশু অধিকারের বিষয়টিও অবহেলার চোখে দেখা হয়ে থাকে। ফলে শিশুদের ঝুঁকি সবসময়ই বেশি থাকে।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- শিশুদের উপর গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গবেষণা, নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

- শিশুরা যাতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য, আলোচনা, জ্ঞান আহরণ ও খাপ খাওয়ানোর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

- শিশুরা যাতে জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা স্কুল ও পারিবারিক পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

- শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপকরণ তৈরি করে প্রতিটি শিশুর কাছে তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

- স্কুলের শিক্ষক ও পারিবারিক পর্যায়ে পিতা-মাতাকে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা শিশুদের জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

- জলবায়ু পরিবর্তন শিশুদের উপর (বর্তমান ও ভবিষ্যতে) কি কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার উপর গবেষণা করতে হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত শিশুদের জ্ঞান ও ধারণা তাদের পিতা-মাতা থেকে কতটুকু ভিন্ন এবং এই ভিন্নতার কারণে কি প্রভাব তাদের জীবন-জীবিকার উপর পড়তে পারে তার উপর গবেষণা করতে হবে।

- শিশু অধিকারের বিষয়গুলো জলবায়ু পরিবর্তন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়ার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তার উপায় বের করে শিশু অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বসবাসরত শিশুদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

UNDP Bangladesh
DFID Department for International Development
CDMP
Climate Change Cell
CNRS